بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৯/১৩ | মঙ্গলবার, ১৩ রমযান, ১৪৩৯ হিজরী | ২৯/০৫/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ডই বর্তমান মাফিয়া সরকারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের একমাত্র উপায় হচ্ছে, তরুণদেরকে ইসলামের উচ্চতর রাজনৈতিক দর্শন ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা; 'অন্তঃসারশূণ্য গণতন্ত্র' যা কখনোই দিতে সক্ষম নয়

শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষণার ('মাদকের বিরুদ্ধে জঙ্গীদমনের মত অভিযান চাই') পর ০৪ মে, ২০১৮ হতে, সরকার মাদকবিরোধী কঠোর দমন অভিযানে নামে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নয়, বরং নির্বাচনপূর্বে সস্তা জনপ্রিয়তার আশায়। জনগণ ভালোভাবেই অবগত যে, প্রতিটি সরকার তার মদদপুষ্ট ড্রাগ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাংলাদেশে মাদকের প্রবেশ, বিস্তার ও যুবসমাজের হাতে তুলে দিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং, তাদের মুখে মাদকের বিস্তার রোধের কথা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না। চলমান 'মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর নামে সরকার যে বিপুল সংখ্যক মানুষকে বিনাবিচারে হত্যা করছে তা অতি অল্প সময়ে মানুষ হত্যার নিজের দেশের রেকর্ড ভেঙ্গে এখন বিশ্ব রেকর্ড ভাঙ্গতে চলেছে। বরাবরের মত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী হত্যাকান্ডের কারণ হিসেবে একই ভাঙ্গা রেকর্ড বারবার বাজিয়েছে, আর সেটা হচ্ছে: অভিযান পরিচালনার সময়ে তাদের সাথে সন্দেহভাজন অপরাধীদের তথাকথিত 'বন্দুকযুদ্ধ'। কিন্তু, কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহতদের স্বজনেরা গণমাধ্যমকে অবহিত করেছে, প্রথমে সাদা-পোষাকধারী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তুলে নিয়ে যায়, অতঃপর মুক্তিপণ দাবি করে, এবং পরবর্তীতে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে।

যদি সরকার মাদক নির্মূলে প্রকৃতই আন্তরিক হতো, তবে ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাই ভেঙ্গে পড়ত। অবৈধ মাদক পাচারের সাথে সম্পৃক্ততার দায়ে এসব সংস্থা ও অঙ্গসংগঠনসমূহের অনেক সদস্য হয় বন্ধুকযুদ্ধে নিহত হতো, নতুবা গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থাকত। সরকারের আশির্বাদপুষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কিছু দুর্বৃত্ত কর্তাব্যক্তি ও রাজনীতিবিদদের ছত্রছায়ায় সারা বছরজুড়েই মিয়ানমার ও ভারত থেকে বিপুল পরিমাণে মেথামফেটামিন ট্যাবলেট (যা মূলত 'ইয়াবা' নামে পরিচিত) ও ফেনসিডিল (কোডিন-ভিত্তিক কফ্ সিরাপ) বাংলাদেশে পাচার হয়ে থাকে। এমনকি, কক্সবাজার-৪ আসন থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য, "ইয়াবা সম্রাট" আব্দুর রহমান বদির বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় ধরে দেশের ইয়াবা সিন্ডিকেটের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এখনও সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে! এছাড়াও, বাংলাদেশের সবগুলো কারাগারে কিছু দুর্বৃত্ত কারা-কর্তৃপক্ষের সহায়তায় রমরমা ইয়াবা ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। কারা-মহাপরিদর্শক জেনারেল সৈয়দ ইফতেখার উদ্দিন স্বীকার করেছেন, কঠোর নিরাপত্তা সত্ত্বেও কারাগারগুলোতে অবৈধ মাদক প্রবেশ করছে (ঢাকা ট্রিবিউন, এপ্রিল ৪, ২০১৮)। এর মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়, বাংলাদেশে ভয়াবহ মাদক চক্রের উপস্থিতি রয়েছে, এবং অতিউচ্চ-মুনাফার সুযোগ থাকার কারণে ক্ষমতাসীন দলের সদস্য, কতিপয় দুর্বৃত্ত পুলিশ ও অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাও এধরনের ব্যবসার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। অতএব, যদি হাসিনা সরকারের সদিচ্ছা থাকত তবে তারা এই ভয়াবহ মাদক চক্র ধ্বংসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিত, আর এটা সর্বজনবিদিত যে, তার দলীয় গুন্ডা-পান্ডারাই মূলত এই ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে, যারা এই শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতির প্রধান স্তম্ভ হিসেবে গণ্য। এবং যেহেতু জাতীয় নির্বাচন আসন্ন সেহেতু এই মাফিয়া সরকার তার সেইসব নেতা-কর্মীদের বিপক্ষে এমন কোন আত্মঘাতি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না যা তার এই "স্তম্ভ"গুলোকে দুর্বল করে দিবে!

হে দেশবাসী! নিশ্চয়ই তরুণদের মাঝে মাদকের প্রতি আসক্তি মহামারি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। কিন্তু, চলমান তথাকথিত 'কঠোর-অভিযানের' মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হবে - এধরনের চিন্তার মাধ্যমে আপনারা প্রতারিত হবেন না। বরং, এই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মাদকাসক্তির সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছে, এবং মাফিয়া হাসিনা সরকার যুবসমাজকে তার পেশীশক্তি হিসেবে ও অবৈধ ব্যবসার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এর সুবিধা গ্রহণ করছে। এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার, আমাদের যুবসমাজের মধ্যে মাদকাসক্তি বিস্তারের অন্যতম কারণ হচ্ছে হতাশা ও দুঃসাহসিক কাজের অপ্রতুলতা। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র তরুণদেরকে সঠিক জীবন-দর্শন প্রদানে অক্ষম, বরং শুধুমাত্র বৈষম্য ও অবিচারের জন্ম দেয়, ফলে তাদের মধ্যে হতাশা ও বিষন্নতা তৈরি হয় এবং পর্যায়ক্রমে তাদেরকে এই ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক চক্রের শিকারে পরিণত হওয়ার দিকে ধাবিত করে।

হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, সতর্ক হোন! আমাদের যুবসমাজের দুঃখজনক অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে, রাজনৈতিক ইসলামের অনুপস্থিতি। চলমান প্রতারণাপূর্ণ ব্যবস্থায় তরুণরা কোনো উচ্চতর জীবনদর্শন ও জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না, এবং আখিরাতের সাথেও তারা তাদের জীবনের কোন সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, ফলে সময়ের সাথে সাথে তাদের তারুণ্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আসন্ন ইসলামী রাষ্ট্র তথা দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ – আমাদের সমাজকে একটি প্রাণোচ্ছল ও কর্মক্ষম সমাজে পরিণত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যার মূল লক্ষ্য হবে পুরো বিশ্বকে জয় করা ও শাসন করা, এবং এর মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা হবে, আমাদের যুবসমাজ মাদকে নয়, বরং যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তেজনা ও চ্যালেঞ্জ খুঁজে পাবে। খিলাফত ব্যবস্থা সবসময় উৎস বা মূল থেকে সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান করে, যেখানে শাস্তি প্রদান হচ্ছে সর্বশেষ বিকল্প। এটা এমন কোন ব্যবস্থা নয় যা সমস্যার উৎসকে জিইয়ে রেখে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ডের উপর নির্ভর করবে। আমরা আপনাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অত্যন্ত প্রিয় একজন সাহাবী উমায়ের বিন সা'দ আল-আনসারি (রা.)-এর উক্তি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যিনি শাম-এ অবস্থিত হিম্‌স-এর গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন: *"সুলতানের (খলিফার) শক্তি চাবুকের আঘাত কিংবা তলোয়ার দিয়ে হত্যার মাধ্যমে আসে না, বরং ন্যায়-বিচার দ্বারা শাসন ও সত্যের উপরে অবিচল থাকার মাধ্যমে আসে"*।

হে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ! এই প্রতারণাপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা আপনাদের পরিবারের তরুণদের নষ্ট হওয়ার সুযোগ দেবেন না, তাদেরকে এসব ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদদের অসহায় শিকারে পরিণত হতে দেবেন না, কারণ এর দ্বারা আপনাদের পরিবারে দুঃসহ যন্ত্রণা নেমে আসবে। আপনাদের পুত্র ও কন্যাদেরকে প্রতিশ্রুত ইসলামী শাসনব্যবস্থা তথা দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ ফিরিয়ে আনার কাজে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে

সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিন, যা তাদেরকে সত্যিকারের জীবন-দর্শন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা দিতে সক্ষম, এবং এর মাধ্যমে অচিরেই খিলাফতে রাশিদাহ্'র স্বর্ণালী যুগের মতো ন্যায়পরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, ইন্‌শা'আল্লাহ্। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবসম্পন্ন ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।" [সূরা আত-তাহ্‌রীম: ০৬]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ